দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

88

4

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা দূরীকরণে কতিপয় সুপারিশ

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি মূল সমস্যা। এদেশের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লোক এখনো অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের কারণে আমাদের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি নানাভাবে বিঘ্নিত ও ব্যাহত হচ্ছে। নিরক্ষর জনসাধারণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে না। নিরক্ষরতা মানুষের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। পিতা-মাতার প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির মেধা প্রতিভা সবই নষ্ট হয়ে যায়। জনগণের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যে কোন প্রকার শুভ উদ্যোগ নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে। ব্যাপক গণশিক্ষার অভাবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আজ দক্ষ ও সৃজনশীল সমাজ কর্মীর বড় অভাব। কৃষি উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন, জন্মশাসন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ যাই হোক না কেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সফল অভিযানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দলমত আদর্শ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিককে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে সজাগ করে তুলতে হবে।

(খ) প্রত্যেক সক্ষম ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(গ) দেশের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

(ঘ) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ইত্যাদিতে কর্মরত নিরক্ষর কর্মচারীদের এক বছরের মধ্যে স্বাক্ষর করে তোলা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঙ) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের বয়স্ক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(চ) প্রত্যেক গ্রামে একটি করে সার্বক্ষণিক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এছাড়া গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপন করে গণশিক্ষা অভিযানকে জোরদার করতে হবে।

(ছ) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা কোন চাকুরীতে নিয়োগের সময় স্বাক্ষরতা অভিযানে কোন নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী অংশগ্রহণের প্রমাণপত্র দাখিল বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(জ) দেশের নিরক্ষর লোকদের নারী, পুরুষ ও বয়সভিত্তিক সঠিক পরিসংখ্যান গ্রহণ করতে হবে।

(ঝ) নিরক্ষরদের জন্য সহজ সরল পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও তদনুযায়ী পাঠ্য পুস্তক রচনা করে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

পরিশেষে বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত সমুদয় কর্মদ্যোগের সমন্বয় সাধন ও নীতি নির্ধারণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় ভিত্তিক কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। উপরোক্ত সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত হলে দেশের জাতীয় সমস্যা হিসেবে নিরক্ষরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

—মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান